মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী, অক্টোবর, ২০১৭

সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	:	১৭ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	বেলা ৩.০০ ঘটিকা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মেরিন টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা	বাস্তবায়িত		
২.	নারায়নগঞ্জ মেরিন ইনস্টিটিউটকে মেরিন একাডেমীতে উন্নীতকরণ।	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নারায়ণগঞ্জকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর একটি অধিনস্থ দপ্তর হিসেবে রাখার যৌক্তিকতার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) সভাকে জানান।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নারায়ণগঞ্জ আইএমটিকে বিএমইটির আওতাধীন রাখার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
৩.	বাগেরহাটে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত		
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।	বাস্তবায়িত		

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।</td><td>ক) বিএমইটি:
● জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে BMET এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইএমটি/টিটিসির অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকসহ ট্রেডভিত্তিক সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণের ব্যয় আইএলও হতে বহন করা হবে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
● বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৬২টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি'র এর মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে NSDC (National Skill Development Council) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি মডিউল যুগোপযোগী করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর NTVQF কারিকুলাম অনুযায়ী বিদ্যমান ০৩টি ট্রেড হতে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৬টি ট্রেডে ০৬মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
● ২০১৩ সালে ০৩টি,২০১৪ সালে ০২টি, ২০১৫ সালে ০২টি, ২০১৬ সালে ০৫টি এবং ২০১৭ সালে ০৩টিসহ সর্বমোট ১৬টি ট্রেডে বর্তমানে বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে NTVQF কারিকুলামে Level-১, ২ ও ৩ এ সর্বমোট ৫৬৩৯জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
● অস্ট্রেলিয়ার শ্রমবাজারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রেরণের লক্ষে বিএমইটি ও অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'Career Australia'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
● জানুয়ারী- সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত মডিউল কোর্স (বিভিন্ন নিয়মিত ট্রেড+ SIEP+ STEP + স্ব-নির্ভর)-এ ৬৮৭৫৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) প্রশিক্ষণ:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন;
<table><tr><th>বছর</th><th>হাউজ কিপিং</th><th>প্রাক-বহির্গমন</th><th>অন্যান্য কোর্স</th><th>সর্বমোট</th></tr></table></td><td>ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর বিবেচনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

খ) নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতির শতকরা হার (বৃদ্ধি/হ্রাস) প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।</td><td>বিএমইটি।</td></tr>
</table>

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

২০১৪	৫৩২১১	১৫২১০	৪৬০৩৪	১১৪৪৫৫
২০১৫	৬১৮৬৪ +১৬.২৬%	১৪৭৮২৮ +৮৭১.৯১%	৪৮২০০ +৪.৭০%	২৫৭৮৯২ ১২৫.৩২%
২০১৬	৭৩৬২৩ +১৯%	৪৩৯২১৮ +১৯৭.১১%	৫৪১৮৮ +১২.৪২%	৫৬৭০২৯ ১১৯.৯৪%
২০১৭ জানু-সেপ্টেম্বর	৪৬৩৭৭ -১৬.০১%	৫০৫৬৬১ +৫৩.৭৭%	২৮৮৮৮ +৬.৬২%	৫৮১৮২৬ +৩৬.৭৬%

সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ভাষা	সংখ্যা	মন্তব্য
ক্যান্টনিজ	১২৮ জন	৩টি টিটিসিতে রাশিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
কোরিয়ান	৬৬ জন	
ইংরেজী	৮৫ জন	
জাপানিজ	২০ জন	

২.	বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	ক) বিএমইটি: গত জুন, ২০১৭ মাসে বিদেশস্থ মিশনসমূহ হতে ৬ মাসের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা সংগ্রহপূর্বক বিএমইটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিএমইটি প্রতিনিধি জানান, ইতোমধ্যে বিগত ৬মাসের শ্রমবাজারের চাহিদার তথ্যাদি কাস্টমাইজ করে ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। খ) ২০১৬-২০১৭ সালে হংকংগামী কর্মীদেরকে হাউজকিপিং কোর্সে ক্যান্টনিজ ভাষায় মোট ১৩১২ জন, কোরিয়াগামী কর্মীদেরকে কোরিয়ান ভাষায় মোট ৪৮৮ জন, ইংরেজি ভাষায় মোট ২৬৯ জন'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ সৌদিআরবগামী কর্মীদের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৭৩,৬২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ভাষা প্রশিক্ষণ চিত্র নিম্নরূপ:	ক) বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা সম্বলিত তথ্যাদি প্রচারের পাশাপাশি অন্যান্য গৃহীত কার্যক্রম সভায় অবহিত করতে হবে। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে ভাষা প্রশিক্ষণ অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ, শ্রমবাজার গবেষণা সেল এবং বিএমইটি।

ভাষা	সংখ্যা	মন্তব্য
ক্যান্টনিজ ভাষা	৩২৫ জন	

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		কোরিয়ান ১২৬ জন ইংরেজি ৩২০ জন ৫টি টিটিসি ও ১টি আইএমটিতে পরিচালিত হচ্ছে জাপানিজ ১৭ জন (মেয়াদ: অক্টোবর/১৭-মার্চ/১৮) অক্টোবর হতে ৬মাস মেয়াদী জাপানিজ ভাষা কোর্স চালু হবে।		
৩.	বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি(Young Working Force)বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• বিশ্বের যেসব দেশে জন্মহার কম এবং কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে এরুপ দেশসমূহে শ্রমবাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। • যৌথ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ ও বিএমইটির প্রস্তাব অনুযায়ী কোনো ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে নতুন দু'টি দেশ (স্লোভেনিয়া ও সেশেলস) যোগ করে মোট দেশের তালিকা সংশোধন করে ৫০ টি দেশ হতে বৃদ্ধি করে ৫২টি দেশ করা হয়েছে। • বিদ্যমান ও নতুন শ্রমবাজারে Diversified Sector সমূহের চাহিদা এবং যাচিত Sector সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap সমূহ চিহ্নিত করে তা উত্তরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। • জন্মহার কম এরকম একটি দেশ হল জাপান। আইএম জাপানের সাথে মন্ত্রণালয়ের MoU অনুযায়ী জাপানে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচে ১৭ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করেছে। ২য় ব্যাচে ১৪ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১৭ হতে তাদের ৬মাস মেয়াদী প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বাংলা-জার্মান টিটিসিতে শুরু হয়েছে। • জাপানে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য জাপান সরকারের অর্থায়নে ও জাইকার সহায়তায় লেংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। • এরুপ অপর একটি দেশ সিংগাপুরে এ পর্যন্ত ৫,৭১,৭৮৫ জন প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কোরিয়ায় ১৯,৪৯৬ জন ও হংকং ১৫০১জন প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। ২) জাপান, কোরিয়া, হংকং, চায়না প্রভৃতি দেশে কেয়ারগিভার পেশায় চাহিদা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হচ্ছে।	১) জন্মহার কম এমন দেশ চিহ্নিতপূর্বক ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী এদেশের যুবশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। ২) কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণ বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহ প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ ২।কর্মসংস্থান অনুবিভাগ ৩।বিএমইটি । বিএমইটি

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		● চাহিদা পর্যালোচনা। ● চাহিদার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ। ● কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট। ● প্রশিক্ষক নিয়োগ। ● প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ। ● প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদায়ন। ● বিদেশে কর্মী প্রেরণ। নিরিক্ষান্তে প্রাথমিকভাবে ২/৩টি টিটিসি'তে প্রকল্প আকারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। ● এছাড়া বিএমইটি'র আওতায় কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ পরিচালনার বিষয়টি ILO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন USAID এর অর্থায়নে work in Freedom প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ILO এর সাথে আলোচনা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। ৩। নির্দেশনা প্রদানের পর নতুন ট্রেড চালুর জন্য একটি স্টাডি করা হয়েছে। স্টাডি শেষে ১২টি ট্রেড চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এই ট্রেডসমূহ চালু করণে জনবল ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন রয়েছে বিধায় ২৭ টিটিসি সংস্কার প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব জুন/২০১৭ তে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ট্রেডসমূহ নিম্নরুপ: ১. ক্যাটারিং ২. প্লাস্টিক টেকনোলজি ৩. টেক্সটাইল টেকনোলজী ৪. স্ক্যাফোল্ডিং ৫. পলিশিং এন্ড আফোলস্ট্রি ৬. পেইন্টিং ৭. সিএসসি মেশিন অপারেশন ৮. ফুটওয়ার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট ৯. বিউটিফিকেশন ১০. সোলার সিস্টেম ১১. মেকাট্রনিক্স ১২. এলুমিনিয়াম ফ্রেব্রিকেশন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে ট্রেড ও প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে।	৩। ট্রেড ভিত্তিক সুর্নিদিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে।	বিএমইটি পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
৪.	নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির	১) বিএমইটি: ● নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে বিভিন্ন টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তগণ এদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে	১। নারী কর্মীদের শোভন ও আকর্ষণীয় পেশায় দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গৃহীত পদক্ষেপ	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, বিএমইটি এবং বোয়েসেল।

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td></td><td>লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।</td><td>অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান হচ্ছে তেমনি অনেকেই বৈদেশিক নিয়োগকর্তা কর্তৃক ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।
● এছাড়া নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে খুলনা মহিলা টিটিসিতে বিউটিশিয়ান কোর্স চালুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ভর্তির চাহিদার বিবেচনায় অন্যান্য টিটিসিতেও এই কোর্স চালু করা হবে।
● আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন হোটেলে হাউজকিপিং পেশায় (হোটেল হাউজকিপিং) NTVQF Level-১ এ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে একই পেশায় Level-২ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
● অক্টোবর/২০১৭ তে আইএলও এর সাথে বিএমইটিতে এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইএলও নারী কর্মীদের শোভন কাজের অংশগ্রহণের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব করেছে। এতে প্রাথমিকভাবে পস অপারেটর (ক্যাশিয়ারিং) , কেয়ার গিভার, বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে।

নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

নারী কর্মীর অভিবাসন দিন দিন বাড়ছে এবং তুলনামূলক বিবরণীতে তা স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়:

<table><tr><th>বছর</th><th>নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা</th><th>গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকারীর সংখ্যা</th></tr><tr><td>২০১৫</td><td>১,০৩,৭০১</td><td>১১,২৬৫</td></tr><tr><td>২০১৬</td><td>১,১৮,১৫৮</td><td>৯,৯৬৯</td></tr><tr><td>২০১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত</td><td>৮৮,৩৮৩</td><td>১০,৪৭৬</td></tr></table>● বাংলাদেশী নারী কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৯,৩৩৫ জন জন মহিলা’কে এবং জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪৬,৩৭৭ জন মহিলা’কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বোয়েসেল:
বোয়েসেল এর মাধ্যমে নারী দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী জর্ডান, ওমান ও বাহরাইনে গমন করছে। বোয়েসেল এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৯,৪৬৭ জন মহিলা কর্মী বিদেশে গমন করেছে।</td><td>সুস্পষ্টভাবে প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২। জর্ডানে নারী গার্মেন্টস কর্মীর চাহিদা প্রাপ্তির পর উহা বেসরকারী টিভি চ্যানেলে এবং টিটিসিগুলোতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে বোয়েসেল উদ্যোগ গ্রহণ করবে।</td><td>বোয়েসেল</td></tr>
</table>

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাসে ৮৭৮ জন মহিলা এবং ২০৮ জন পুরুষ কর্মী বিদেশে গমন করেছে। বোয়েসেলের প্রতিনিধি জানান, জর্ডানে গার্মেন্টস কর্মীর চাহিদা প্রচুর। সভাপতি বলেন, বর্তমানে বিএমইটির ৩২ টিটিসিতে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি টিটিসিতে জব প্লেসমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিটিসিগুলোসহ বেসরকারী টিভি চ্যানেলে জর্ডান গমনেচ্ছু নারী গার্মেন্টস কর্মীর চাহিদার বিষয়ে প্রচার বাড়াতে হবে। ৩) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ: আইএমটি/টিটিসিতে যথাযথ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণার্থে সংশ্লিষ্ট আইএমটি/টিটিসিসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএমইটি হতে এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। মনিটরিং জোরদারকরণের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কক্ষে ই-মনিটরিং চালু করা হয়েছে।	৩। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার রাখতে হবে।	বিএমইটি
৫.	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়া চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	• মধ্যস্বত্বভোগীদের আইনী কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে জুলাই/২০১৭ মাসে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২২ই অক্টোবর/২০১৭ কর্মশালা আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও পাসপোর্ট অফিসের প্রতিনিধি, বায়রা ও রিক্রুটিং এজেন্সিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। • চাকরির বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে তথাকথিত ফ্রি ভিসায় কোনো কর্মী যেন বিদেশ গমন না করে সেজন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ০৯/১০/২০১৭ তারিখে 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকার মাধ্যমে বিএমইটি কর্তৃক সৌদিআরব গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। • দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বিএমইটি হতে প্রতিনিয়ত মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে। নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তাও নেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ) মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা এবং বিএমইটি।
৬	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• মন্ত্রণালয় হতে যে ১৬টি দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার করার লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসককে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় রিক্রুটিং এজেন্সি অফিসসমূহের দর্শণীয় স্থানে প্রর্দশনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে।	১। অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচারের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		রিক্রুটিং এজেন্সি'র অফিসসমূহ পরিদর্শনকালে ও এবিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।		
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	**প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক :** গত ০৭/০৮/২০১৭ তারিখ ব্যাংকটিকে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ব্যাংকের মূলধনের ক্ষেত্রে কল্যাণ বোর্ডের মূলধনের হিস্যা বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে পত্র দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক করা হবে। গত ১৬/০৮/২০১৭ তারিখ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে প্রেরিত অপর পত্রে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার প্রাক কার্যাদি সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার প্রাক কার্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড :** ➢ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ৭০০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। ➢ বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সৌদি আরবে বাংলাদেশি স্কুলের জন্য জমি ক্রয়ের নিমিত্ত বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরবের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় যে, সৌদি আরবে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত ১০ কোটি টাকা দিয়ে বিদ্যমান স্কুলগুলোর সংস্কার ও অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হলে স্কুলগুলো উপকৃত হবে। তারই ধারাবাহিকতায় কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড মিটিংএ উক্ত বরাদ্দকৃত ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যমান স্কুলগুলোর সংস্কার ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যেতে পারে। **পরিকল্পনা শাখা:** সৌদি আরবে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত ৯ (নয়) টি স্কুল ও কলেজের ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১। সৌদি আরবে বিদ্যমান বাংলাদেশী স্কুলের সংস্কার ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বরাদ্দকৃত ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে। ২। প্রকল্পটির প্রাক সমীক্ষার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করতে হবে।	১।ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২।উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ৩। বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে।		
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	**মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ :** মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতি বছর ''লেবার এ্যাটাসে সম্মেলন'' করে মিশন ওয়ারী তাদের থেকে কাজের অগ্রগতি, বিদ্যমান সমস্যা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহ করা হয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ শ্রম উইং হতে প্রতি মাসে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রম উইং হতে মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক শ্রম উইয়ের কর্মকর্তাদের পারফরমেন্স যাচাই করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে তাদের সার্বিক কর্মকান্ড মূল্যায়নপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। ৫টি দেশে শ্রম উইংয়ের কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার বিষয়ে উপসচিব (মিশন) জানান, ডিসেম্বর, ২০১৭ এর মধ্যে আরও ৫টি দেশের শ্রম উইং এর কার্যক্রম সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশ করা যাবে। যুগ্মসচিব (শ্রমবাজার গবেষণা) বলেন, বর্তমানে যে ৫২টি দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হচ্ছে সেই গবেষণার প্রেক্ষিতে একটি প্রকাশনা করার উদ্যোগ নিতে হবে। গবেষণালব্ধ ফলাফল পর্যালোচনান্তে এদেশের যুবশক্তিকে নতুন নতুন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়ার পথ সুগম করবে।	১। বিদেশস্থ শ্রমউইংসমূহ থেকে ৫ টি দেশের শ্রম উইং এর কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে। ২। ৫২টি দেশের শ্রমবাজার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।	১।মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ ২। যুগ্মসচিব (শ্রমবাজার গবেষণা)
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান- ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত		

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	করবে।			

২.০ বিবিধ: সভাপতি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমইটি প্রতিমাসে সভা করবে এবং সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্দেশনাসমূহের মধ্যে জনশক্তির প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন বিধায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে প্রতি সভায় বিএমইটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে যেসকল নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার মধ্যে ১০ নং নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত। অপর ৯টি নির্দেশনার কার্যক্রম চলমান প্রকৃতির হওয়ায় এ সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নে সদা তৎপর ও সচেতন থাকতে হবে।

৩.০ সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/১০/১৭
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।